প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৮

প্রকাশক :
অমিতা চক্রবর্তী
১।৩ কার্ন রোড। কলকাতা ১৯

পরিবেশক :
গ্রন্থ জগৎ
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা ১২

মুদ্রাকর :
অমিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
গোলাপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১২ হরীতকী বাগান লেন। কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ :
খালেদ চৌধুরী

ব্লক :
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
১ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট। কলকাতা ৬

ব্লক মুদ্রণ :
সত্য-সাধনা ছাপাখানা
৩৩ আমহার্স্ট স্ট্রীট। কলকাতা ৯

বাঁধাই :
পারুল বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
৯ এণ্টনি বাগান লেন। কলকাতা ৯

চিরকালীন সুস্থ যৌবনকে

॥ রচনাকাল ॥

বিগত এক দশক

॥ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলো বিভিন্ন সময়ে

পরিচয় বিংশ শতাব্দী অমৃত ধ্রুপদী পূর্বাশা উত্তরকাল সুন্দরম সাহিত্যপত্র কবিপত্র পূর্বপত্র সাপ্তাহিক বসুমতী মাসিক বসুমতী ভারতবর্ষ চিত্রাঙ্গদা তরুণের স্বপ্ন কথাবার্তা কল্যাণী নবান্ন চিহ্ন মন্দিরা লালদীঘি দিকদর্শন একক একতারা আধুনিক কবিতা দিগন্ত

প্রভৃতি সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ॥

সূচীপত্র

সমবেত ইচ্ছার প্রতি

উৎসে ফিরে যাবো বলে জীবনের শেষ অভিসার
অমৃত উদ্যান হতে অভিষিক্ত প্রেমের দর্পণে
কতো পরিচিত মুখে উচ্ছ্বসিত বসন্ত বাহার
নিপুণ আলাপে শুনি। হৃদয়ের উন্মুক্ত অঙ্গনে

সময়কে ভালোবেসে ভুলে গিয়ে সংলগ্ন প্রবাস
দিয়েছি প্রদীপে আলো। কে যাবে, কে যায় নি এখনো
সম্মুখের পথে যদি আমাদের অভিযান শোনো
তবে এসো, মুছে দিয়ে নেপথ্যের মৃত পরিহাস।

অন্ধকারে পড়ে আছে ছেড়ে যাওয়া আত্মীয়ের মুখ,
ভুলে গিয়ে শোকাবহ কাহিনীর নাটকীয় স্মৃতি
কঠিন প্রত্যয়ে দৃপ্ত ইস্পাতের মর্যাদা উৎসুক
অন্তরের ইতিকথা মুছে দেবে নির্বীর্য উদ্ধৃতি।

অমল রক্তের স্রোতে ধমনীর উষ্ণ প্রস্রবণ
জানি না কী উৎসে যাবে বেঁচে আছি দৃপ্ত যতোক্ষণ ॥

নিদ্রিত গোলাপ

(নেহেরুকে নিবেদিত)

স্মৃতিকে জ্বলতে দিও কোনো এক নক্ষত্রের নামে
পলাতকা পৃথিবীর প্রতি গৃহে আলোর উত্তাপ
আমি নেই ঃ অবিচ্ছিন্ন সময়ের ব্যথাটুকু ভুলে
অন্ধকারে রেখে দিও শতাব্দীর শেষ অভিশাপ।

শোক নয় অশ্রু নয় সমবেত হৃদয়ের কাছে
চিরকাল আসা-যাওয়া। অনুগামী মানুষে প্রণতি
জানিয়েছি বারংবার ঃ ভালোবেসো। এখানে জীবন
অপ্রতিহত প্রবাহে ধাবমান প্রত্যয়ের প্রতি।

যদিও সবাই যাবো। নেপথ্যের এই খেলাঘর
অযুত শিশুর কণ্ঠ. জননীর স্নিগ্ধ স্নেহ দিয়ে
প্রতি স্বরলিপি-দিন কেটে গেছে ইমনে সাজিয়ে
শান্ত সেই জলসায় স্তব্ধ আজ অতীতের স্বর।

যে ফুল ঘুমিয়ে আছে ঈশ্বরের নির্মিত উদ্যানে
তার বাণী মর্মরিত চিরকাল আকাশের গানে ॥

দেয়ালে স্মৃতির ঢেউ পিতামহী তখনো যুবতী
দূর শতাব্দীর ছবি পলাতক শব্দের উৎসবে
রজনীগন্ধার মৃত্যু। দুই চোখে রতির আরতি
ম্রিয়মান পালঙ্কের শ্রান্তিহীন ক্লান্ত কলরবে

অনেক দেহের দাহ। পরিত্যক্ত মদের গেলাসে
যৌবনের ক্ষুন্নিবৃত্তি, পটিয়সী রাত্রির মুদ্রায়
হাজারবাতির সুরে মোমে গলা রূপসীরা হাসে
স্বরলিপি ঠোঁটে নিয়ে আলাপের প্রতি অন্তরায়।

বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি রেখে নেপথ্যের সেই দৃশ্যপট
চোখের সেতারে বাজে। অন্ধকার শোকের পাথরে
কান্নার জাহাজগুলো ভাসমান। কতো ধূর্ত, শঠ
বাণিজ্যযাত্রার পথে ডুবে গেছে সামুদ্রিক ঝড়ে।

নির্জনের শঙ্খ-সন্ধ্যা কাছে আনে দূরের সঞ্চয়
কতো শুভ্র মুহূর্তেরা মুক্ত করে সময়ের যতি
নক্ষত্রে আলোর নদী সারি সারি অনেক হৃদয়,
দেয়ালে স্মৃতির ঢেউ পিতামহী তখনো যুবতী॥

যৌবনের সপক্ষে

এই অর্থবহ কালে নেপথ্যের নিঃসঙ্গ কাহিনী
হে পৃথিবী, এর প্রতি পৃষ্ঠা জুড়ে দিনযাপনের
ক্ষয় ক্ষতি। তারপর সুখে-দুঃখে নিপুণ সিম্ফন
শোনা যায় প্রতি রক্তকণিকায় মৃত্যুর রাগিনী।

এইখানে সব শেষ? ফেলে আসা উজ্জ্বল কৈশোর
অনির্বচনীয় প্রেম, স্বপ্ন, স্মৃতি উৎসারিত দিন
সব চুরমার হবে? অন্ধকারে ধূর্ত যাদুকর
নির্বিঘ্নে জীবন্ত করে মুক্ত পটে মমির কফিন।

দর্শনে নিবিষ্ট চিত্ত অন্তহীন পরিভাষা খুঁজে
দেখেছে বিচ্ছিন্ন শব্দ বারংবার তীব্র আর্তনাদে
জীবন যৌবনে লিপ্ত, মননের পরিশিষ্ট শবে
উত্তীর্ণ আঁধার একা। স্মৃতিচিত্রে দুর্বোধ্য উৎসবে

আলোর পুতুল খেলা। ভাঙা-গড়া মৃত সময়ের
মুখোমুখি প্রতিবদ্ধ : কী পেলাম হারানো প্রেমের !!

ফুলের মৃত্যু

শব্দগুলো ঝরে গেল যন্ত্রণার উৎস হয়ে বুঝি
প্রেমকে যেহেতু
ফুলের মৃত্যুর বুকে মুখ ঢেকে খুঁজি ;
অশ্রুর সমুদ্রে হাঁটে বয়সের সেতু ।

অন্ধকারে বশীভূত স্মৃতি
নিবেদিত যক্ষের গুহায়
অন্তহীন ব্যাপ্ত কালে নিঃস্ব পরিমিতি
বোধে, অসহায় ॥

স্বপ্ন সংগ্রহের একটি

এই সহজিয়া প্রেম স্মৃতি পরিচিত মুখের মেলায়
কতো বন্ধু আত্মীয়ের সৌম্য শান্ত কুশল জিজ্ঞাসা
হৃদয়ের সূত্র ধরে কতো দূর দূরান্তের পথ
মেলে ধরে পরিচ্ছন্ন জীবনের প্রশান্ত জগত।

অমল উদ্ধৃতি জানি চিরকাল শোকেই সম্ভব
ভালোবেসে বেঁচে আছি এইটুকু প্রিয় অনুভব
মৃত্যুর সমুদ্র থেকে অতলান্ত সুখের স্পৃহায়
পলাতক জীবনের স্মৃতি স্নিগ্ধ বিষণ্ন সন্ধ্যায়
নেপথ্যের উপন্যাস বড়ো বেশি বিচ্ছিন্ন, করুণ,
শেষ তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট শূন্য আজ সময়ের তূণ॥

নেশা

হৃদয় খুঁজে দেখতে হলো অক্ষমতার রেখা
জানলা খোলা হাহাকারে বুকের ভেতরটায়
পায়ে পায়ে কখন যেন দুঃখ হেঁটে যায়।

বনান্তে আজ প্রবাসী-মন লোকালয়ের কেকা
আয়নাতে এক রক্তে ছাপা অগ্নিপাটের শাড়ি
শূন্য খাঁচার অলঙ্কারে রঙ যে ভাসে তারই।

দেয়ালে কোন্ দিনযাপনের ভাগ্য আছে লেখা
মুছতে গেলে ভাসবে খেয়া দূরের মোহানায়
বালিয়াড়ির চিহ্ন শুধুই দুঃসময়ের দায়।

সর্বনাশের ধারাপাতে স্মৃতির হিসেব শেখা
শুকনো ফুলে মুখ রেখে শোক চললো সারি সারি
পথের মাঝে হারিয়ে গেল কোন্ সে অহঙ্কারী
বিসর্জনের ঘাটে দেখি যে যার সবাই একা॥

বন্ধু, একদিন বন্ধুর

ঘর ছোটো তাই ভাবছো বুঝি
বেরিয়ে পড়ো সামনে উঠোন
তারপরেতেই রাস্তা খোলা
যেথায় খুশি হারিয়ে যাও
খুলে ফেলো বন্ধ মনের কোণ।

বেরিয়ে পড়ো সামনে উঠোন
সবুজ ঘাসে একটু অবসর
এই তো দিন ধূসর বাতাস
ধূলোর মতন উড়িয়ে নেবে
জীবনের এই যত্ন-করা ঘর।

সবুজ ঘাসে একটু অবসর
রাতের আকাশ শিশির মাখা
অন্ধকারে প্রহর কয়েক
কেঁদে কেঁদে দূরের তারা
ভোরের রোদে পড়বে ঢাকা।

রাতের আকাশ শিশির মাখা
লক্ষ চোখে ঝরছে জল
তাইতো এখন পিছিল পথ
দেখবো তবু সূর্য ওঠে
হৃদয় হবে আলোয় ঝলমল॥

কখন সে রক্তমুখ উত্তরণে নিঃশব্দ ক্রন্দন
বিস্তৃত আকাশ জুড়ে পশ্চিমের শেষ পরিচ্ছদে
সূর্যরশ্মি চিত্রায়িত ক্ষতপট আহত জীবন
নিয়ে মৃদু কানাকানি করে অনতিদূরের হ্রদে।

এখানে এলাম কবে ; শূন্য চোখে বিক্ষত হৃদয়
যতো দূর চেয়ে থাকে, দ্যাখে এক নির্জন নিবিড়
বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য জুড়ে সমুদ্রের ঢেউ বিনিময়
দৃশ্যান্তের পটভূমি, ছায়া, এ বাতাস কী গভীর !

নিঃসঙ্গ ঘাসের গন্ধ সূর্য শুভ্র শিশিরের স্তবে
এ রুগ্ন জীবন চলে পায়ে পায়ে গতি নিয়ে পথে
যেখানে অসংখ্য চোখে নগরীর জীবন্ত উৎসবে
রেখে যায় আলো-দেহ দেয়ালির নীলাভ জগতে।

ফিরে এসে চলে যাই কী আশ্চর্য এই দিন গোনা
কতো অশ্রু কতো রক্ত কার স্বাদ সবচেয়ে লোনা ?

আকাশের দীপ

অন্তরীক্ষ অভিযানে অন্তহীন অসীমের স্বর
পরিচিত পৃথিবীর অবয়বে কান পেতে শুনি
শিল্পের বিপ্লব। প্রেমে আস্থা নেই, নৈঃশব্দের দূত
সুনিপুণ দৃশ্যপটে হিজিবিজি এঁকেছে মৃত্যুর

ইজেল। অবিনশ্বর অতীতের শেষ ভাষ্যকার
অজন্তা ইলোরা হয়ে কোনারক সাঁচি খাজুরাহে
শান্তিনিকেতনের ধ্বনি অবনীন্দ্র-নন্দলাল স্মৃতি
কতোদূরে শোনা যাবে নন্দনের নীলাভ সংবাদ

দিন শেষ হয়ে গেছে। গোধূলির জলরঙ তুলি
আঙুলে বাজে না আর। স্তব্ধ অই উশ্রীর ঝর্নার
অস্তবেলা সুর জানি বহুদূর অস্থির নিঃসীমে
স্তিমিত। দু-চোখে স্থির প্রতিবিম্ব বিবর্ণ, ব্যাহত।

তবুও কি জানি এক অনন্তের প্রান্তদেশ ছোঁয়
মৃত্যুর তুলিকে ঘিরে অমৃতের উজ্জ্বল ফ্রেস্কোয়॥

আসুন অতিথিবর্গ ! আজকের উজ্জ্বল সন্ধ্যায়
আমাদের শ্রুতকীর্তি কবি বন্ধু রাষ্ট্রীয় খেতাবে
সম্মানিত। তাঁর প্রতি সামান্য এ কর্তব্যের দায়
মাত্র ! চাটুকার বৃত্তি চিরকাল তাদেরই মানাবে
ডুগডুগি হাতে যারা পরস্পর হরিহর-প্রাণ
ঝোপ বুঝে শাইলক, কখনো বা বিনয়ী বৈষ্ণব
গুরুদেব সম্পাদক যেমনটি যখন বাজান
সেই মতো বেজে যায়—কখনো বা বেতালে নীরব।

শুনুন অতিথিবর্গ ! সাহিত্যের শেষ অধিকার
জানি না কাদের হাতে, শুধু জানি যদি বেঁচে থাকি
নক্ষত্র-আকাশ যদি পৃথিবীকে ভালোবেসে তার
আলোকণা দিয়ে থাকে···তবে নই নিছক একাকী ;
আমার হৃদয়-দীপ জীবনের দৃপ্ত কোলাহলে
সমস্ত খ্যাতির উর্ধ্বে মানুষের নাম নিয়ে জ্বলে ॥

সহজিয়ার প্রতি

উঠোনে ছড়ানো যুঁই আমি তার গন্ধ নেবো বলে
রূঢ় রৌদ্র ফেলে এসে সূর্যস্নাত ভোরের শিশিরে
রেখে যাবো নম্র প্রেম। কচি ঘাস সবুজ ফসলে
একটি প্রণত নাম সে আমার মায়ের শরীরে

লেখা থাক চিরকাল। তুমি আমি তাই দেখে যাবো
জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে কলঙ্কের চিহ্ন দিয়ে আঁকা
হবো না স্বার্থের দাস। শুচিতার আকাশে ওড়াবো
অনন্ত মুক্তির ব্রতে হৃদয়ের বিজয় পতাকা।

উত্তীর্ণ স্মৃতির ব্রতে সমবেত প্রত্যয়ের প্রতি
আমাদের নিষ্ঠা হোক অবিচল ভীষ্মের শপথ
নব কুরুক্ষেত্রে আজ প্রজ্জ্বলিত ন্যায়ের আরতি—
পবিত্র ঘণ্টার মতো পুণ্যশ্লোক অক্ষৌহিণী-পথ।

আমরা যখনি যাবো দুই পাশে ছড়ানো আঁধার
সন্তর্পণে বুকে তুলে জ্বেলে দেবো সময়ের আলো
শোক আছে জেনেই তো অন্তহীন অমৃতের দ্বার
উত্তরায়ণের পথে আমাদের জীবন রাঙালো॥

সর্পিল দিনের গর্ভে শোনা গেল রাত্রির সংলাপ
ভবিতব্যে সমর্থিত আলো অন্ধকার
উজ্জ্বল অদৃষ্টবাদে ঘুরে ফিরে আসা
পরিচিত মহাদেশে ছিল
আশ্চর্য অজ্ঞাতবাসে মানুষী একদা।
নির্লিপ্ত প্রাসাদ-চোখ, শাদাতট, কাশের সমুদ্র
স্রোতের বাতাস
কার্নিশে বিশেষ ঋতু এক ফোঁটা জলের মতন।
হারিয়েছে রোদের মাস্তুল
নোঙরে অপরিচিতা, ঋতুমতী হীরের আকাশ
কাচের পৃথিবী ঘোরা শেষ হয়ে গেলে
একদিন খুঁজবেই যৌবন-বিভাস
ক্রন্দসীর জলছায়া সুর ঃ

দীর্ঘাঙ্গ আবহে, স্নানে, নোঙরে, নিদ্রায়
আপাতত সিক্ত লাগে বন্দরের রূপসী রোদ্দুর॥

আমাকে বিচ্ছিন্ন করো প্রতি অণু পরমাণু দিয়ে
বিষণ্ণ লগ্নের শেষে ঘাটে বাঁধা সময়ের তরী
উজানের হাওয়া দেখে খুলে দেবে সংলগ্ন নোঙর
ক্লান্ত স্রোত অন্ধকারে ভেসে যাক জমাট বাসনা।

মৃত্যুর সুতীব্র বিষে জীবনের নীল অনুভব
বিপুল রক্তের ঝড়ে সে-ই পারে অশান্ত অন্তিমে
ভয়ার্ত ফ্রেস্কোয় কিছু অবিকল উপহার দিতে
নিভৃত রঙের দ্যুতি রৌদ্রোজ্জ্বল আলোর প্রণামে।

স্মৃতির প্রকল্পে ভাসে অনাগত সায়াহ্নের দূত
শেষ রজনীর দৃশ্যে কুশীলব অক্লান্ত করুণ॥

এসব কি দুর্বোধ্য অক্ষর ?

কবে লেখা হয়েছিল। আদিম সে পাণ্ডুলিপি-কাল
মনে নেই। বিস্মৃতির গর্ভে জমা পাথরের গায়
বিষণ্ণ কবির আর্তি ঃ সময়ের স্বর।

কণ্টক আকীর্ণ কাল। ক্ষতচিহ্ন, স্মৃতির উত্তাল
সমুদ্রে রক্তের ঢেউ। পৃথিবীর ক্লান্ত ইতিহাস
তৃতীয় দিনের শেষে লেখা হয়ে থাক
লেখা হোক পরিচিত প্রণয়ের যথার্থ তর্জমা।

ফিরে তো হবে না আসা। আগামীর অস্পষ্ট বিশ্বাস।
দুর্নিরীক্ষ শতাব্দীর নব জন্মান্তর
মানুষ পৃথিবী মাটি জল স্থল প্রাচীন আকাশে
আবার জীবন-স্বপ্ন। হয়তো সে আমি-ই। আমার
ললাটের বলিরেখা পুরাতত্ত্বে গম্ভীর অব্যয় ঃ

এসব কী দুর্বোধ্য অক্ষর !!···

একটু

একটু সরু তুলি একটু রং
একটু তুমি বরং
স্থির হয়ে বোসো
আঙুলে বাজাবো আমি তোমার শরীর।

একটু অনুরাগে রিনিঝিনি চুড়ি
মরা ডালে শুধু দু-একটি কুঁড়ি
একটু ফুটুক।

শিথিল কবরী আর কয়েকটি ফুল
অসময়ে ঝরে পড়া গুটি কয় ভুল
আহত স্মৃতির কাছে একটু থাকুক।

একটু তুমি বরং
স্থির হয়ে বোসো
ঝরনা চলেছে বয়ে সময়ের মতো
পাহাড়ি গানের সুর ছবিতে এঁকেছি
আরও একটু ঘন হয়ে এসো
আঙুলে বাজাবো আমি তোমার শরীর।

তুলিতে হাল্কা মন মেঘের মতন
একটু আসা আর একটু যাওয়ার রং ॥

একবার এই আর্ত অন্ধকার ভুলে
অবশিষ্ট ভালোবাসাটুকু
তোমাদের নামে
উপহার দিয়ে যাবো রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের প্রণামে।
যদি পারো প্রতিদানে সহজ শব্দের মতো নিপুণ ভাষায়
হৃদয়ের কাছাকাছি থেকে
ডাক দিও জীবনের স্থির প্রতিজ্ঞায়
বিশুদ্ধ বিবেকে।

সমবেত প্রত্যয়ের দিন গুনি আলোর মাশুলে
অবশিষ্ট অন্ধকারটুকু
ভাগ করি মনে,—
জেনেছি এ অনিকেত আয়ুর পাথরে
অরুন্তুদ আর্তনাদ চিরকাল মৃত্যুর উত্তরে
বেঁচে থাকে। তবু এই শোকাবহ স্মৃতির ওপারে
তরঙ্গিত সুরগুলো শব্দ খুঁজে অমৃতের তারে
মন্ত্র হবে বাণীর ভুবনে॥

চিরন্তন

কী উজ্জ্বল দিনের বয়স !

এ-যাত্রা উর্মিল-উর্ধ স্রোতস্বিনী গঙ্গোত্রীর পথে
ক্লান্ত মহেশ্বর
প্রার্থনা আমার
পার্থ কৃষ্ণ আর্যভূমি পথচারী-রেখা
আমাকে অনন্তকালে নিয়ে চলো আজ
দ্বিপথ সমান্তরাল দুর্জ্ঞেয় সংজ্ঞায় ।

বিরও সংহিতা
কলিঙ্গ রক্তাক্ত-দিন মগধের রাজসিংহাসন
বুদ্ধ, প্রজ্ঞা পারমিতা, কতো—
সৃজন বিদগ্ধ এই মহান মৃত্তিকা ।

সৃজনের স্মৃতি : ধ্বংস । অসমাপ্ত বিবিক্ত বেহাগ
নিরবলম্ব অধুনাতন
বিলম্বিত কালের আলাপে ॥

হৃদয় ঈশান কোণ।   চেয়ে ত্যাখো অরুণাংশু রায়
ঈশিতা চৌধুরী নামে দূর-চিহ্ন যৌবনার দেহে
বিধৃত কালের গতি। সময়ের পিঙ্গল ব্যথায়
শহুরে ফ্ল্যাটের গন্ধে ভাড়া করা বিসর্পিল স্নেহে
কতো গলি ডাস্টবিন শেষরাত লাইটের থামে
উজ্জ্বল কান্নার চোখ।   কোনো এক ঈশিতা চৌধুরী
আজো তার ছিন্নভিন্ন অতীতের প্রকল্পিত নামে
শ্লথ হেসে খুঁজে ত্যাখে জীবনের যা গিয়েছে চুরি।

তুমি তো নায়ক ছিলে—বলো দেখি অরুণাংশু রায়
কতো শব্দ ধার করা! নোনা-ধরা স্মৃতির দেয়ালে
বিবর্ণ পোশাকি-মন।   তবুও তো উচ্ছিষ্ট খেয়ালে
বার বার হেরে যাও অসংলগ্ন ইচ্ছার সীমায়।

যন্ত্রণার মুক্তি নেই।   খুঁজে ত্যাখা চরিত্রের ঠাঁই
কদাচ সম্ভব নয় অন্ধকার শহরের ভিড়ে।
তার চেয়ে এই ভালো, অরুণাংশু-ঈশিতাকে ঘিরে
সংস্কার বিধ্বস্ত হোক, সত্য শুধু যা ঘটেছে তা-ই॥

নিরীক্ষা

ঐশ্বর্য প্রত্যাশী আমি বহুশ্রুত এই অপবাদ
আমাকে দিও না ভুলে। নিয়ত এ মনের সাম্রাজ্যে
উৎপীড়িত চিন্তা স্নায়ু দুর্নিরীক্ষ জীবনের স্বাদ
আত্মস্থ আবর্তে ক্লিষ্ট। প্রতি রক্ত কণিকার মাঝে
বিশুদ্ধ গতির বেগ, শুচিস্নিগ্ধ হৃদয়ের তলে
এখানে অনর্থ অর্থ বিধাতার লোভনীয় ছলে।

কৃপায় বিধৃত যদি, আহা! এই সাত্বিক সময়ে
আমাকে উত্তীর্ণ করো কোটিকল্প যোজনের পথে।
দুঃখ, শোক, শোকাবহ ক্ষণস্থিত দেহের প্রলয়ে
পৃথিবী নিজস্ব হোক, ইতিহাস দূর ভবিষ্যতে
অনন্য কাহিনী লেখে : গণ্ডীবদ্ধ ধনের গৌরব
বিবেকের মুক্ত দ্বারে অপমৃত ঐশ্বর্যের শব।

চিন্তায় জর্জর দেহ আদিগন্ত যন্ত্রণার মাঠ
আত্মার অমৃত সত্যে এ জীবন অনন্য সম্রাট॥

মহাজীবনের প্রতি

জীবন অভিনন্দিত। জীবনের অভিনন্দন দাও
হে মহাজীবন।
প্রত্যাশিত এই পথ—শেষ হবে এ-পথের কুড়োনো সময়।
তবু একবার
একবার হৃদয়কে এখানে থামাও।

জীবন অভিনন্দিত। জীবনের অভিনন্দন দাও
হে মহাজীবন।
এই ক্লান্তি নিরাশার ; অচেনা যাত্রীর কাঁধে তীর্থের সঞ্চয়
চারিদিকে তিমির তস্কর
কোথায় নামাতে বলো বোঝা
এই বোঝা কোথায় নামাও।

জীবন অভিনন্দিত। জীবনের অভিনন্দন দাও
হে মহাজীবন।
অন্ধকার মৃত্যু হতে অমৃতের উৎস হয়ে যাও।

দুঃখ শুধু দুঃখ নয়

মুহূর্তের মৌনক্ষণে শান্তি যদি না-ই পেয়ে থাকো
কেন আর অভিযোগ দুরন্ত দুপুরে
নিবিড় নিরাশা ভরা রাত্রিতেই রাখো
না-পাওয়ার ব্যথা যতো মর্মরিত মনের মুকুরে।

স্ফটিকের স্বচ্ছ স্মৃতি সমর্পিত সময়ের স্বরে
ধ্যান-পাত্রে পূর্ণ করে প্রণয়ের ভাষা
কাচের কাকলী-কণ্ঠ সুখের সফরে
মৃত্যুমূল্যে ম্রিয়মান পরিব্যাপ্ত জীবন-পিপাসা।

ক্ষণস্থায়ী এই সুখে পরিব্যাপ্ত পৃথিবী প্রিয়ারে
পারো যতো দেখে নাও নক্ষত্র নেশায়
পূবের পূরবী জাগে সোনার সেতারে
নদীর নিরন্তর স্রোত নির্বিকার আলোয় ছায়ায়।

দুঃখ শুধু দুঃখ নয় ব্যথা নয় বেদনার প্রকল্পিত গান
সাগর মন্থন করে পেয়েছিলে শুধুই কি অমৃত সন্ধান ?

বন্ধুগণ, ভদ্রলোককে বলতে দিন

নিষিদ্ধ ফলের লোভে স্বর্গচ্যুত হয়ে গেছি ঠিক
আরে দূর সব ফাঁকি বলে সেই শান্ত ভদ্রলোক
অশ্রাব্য ভাষায় কিছু বলেছেন নির্বিঘ্নে যাহোক
কোন্ নারী সতী-সাধ্বি, অলঙ্কার নিছক অধিক।

বিনয়ী দেখেছি ঢের, রুচিশীল আমরা সবাই
আহা, গোবেচারা সুধি চিরকাল তথাগত প্রাণ
পুরু কাচ ঘষে নিয়ে বক্রচোখে যেদিকে তাকান
বিশুদ্ধ সে পদাবলী—দেখে শেখা জীবনে মশাই।

চিহ্নিত ইষ্টের নাম, ভক্ত যার ঔদার্যে প্রাচীন
অথচ নির্বাক গুরু আত্মহত্যা দেখেছেন স্ত্রীর;
লোকনিন্দা? কোন্ যুগে ভদ্রকেরা চরিতে সুস্থির?
ঈর্ষার নির্লজ্জ ক্ষোভে নীতিশাস্ত্র বিবেকবিহীন।

উন্মার্গগামীর ঠোঁট ভণ্ডামীর নব সংকীর্তনে
মোহান্তের ধরা-চূড়া ফোঁটা কেটে নামাবলী গায়
সুললিত ধুয়ো তোলে : ত্যাগ করো উন্মুক্ত দ্বিধায়।
পুরনারী বিমোহিত, ভক্তজন মূর্চ্ছিত চরণে॥

একটি কবিতা শুধু

এ জীবনে বসন্তেরা দিয়ে গেছে ডাক
এ মুহূর্তে আমি তাই ক্ষণেক অবাক।
দুঃখ ব্যথা মর্মরিত পথের এখানে
জীবনের ঝরাপাতা বঞ্চনার গানে
রেখে গেছে ব্যর্থতায় অন্তরের সুর,
এ বসন্ত তাই বুঝি করে সব দূর—
নিরাশার অন্তহীন মনের জঞ্জাল
বেদনার পটে আঁকা পাণ্ডুলিপি-কাল
সমস্ত কাব্যের মতো বসন্তের দ্বারে
স্মৃতিহীন মন নিয়ে ডেকেছে আমারে ;
তাই লিখে রেখে যাই জাগ্রত শাখায়
আগত দিনের কাছে ফুলের পাতায়
একটি কবিতা শুধু ঋতুর সম্মান
দুঃখের দুরন্ত দিনে সান্ত্বনার গান ॥

সময়ের জাল ছিঁড়ে সমুদ্রে হারিয়ে যাবে শৈশব যৌবন
সমুদ্রে হারিয়ে যাবে হৃদয় নামক এক দ্রবীভূত শিলা
হৃদয়ে হারিয়ে যাবে ভালোবাসবার মতো চিত্রকল্প ক্ষণ
ভালোবাসবার মতো মুহূর্তেরা কেন বলো রক্তমুখী নীলা

মুহূর্তেরা কেন বলো পরবর্তী মুহূর্তের দ্বারে এসে ডাকে
সময়ের জাল ছিঁড়ে ভালোবাসবার মতো চিত্রকল্প ক্ষণ
হৃদয়ে হারিয়ে যাবে সহৃদয় শব্দে গড়া শরীর আমাকে
ভালোবাসবার মতো মুহূর্তকে উপহার দিয়েছে কখন

সনয়ের জাল ছিঁড়ে কার মুখ হারিয়েছে জলের গভীরে
জলের দাগের মতো ক্রমশ ছড়িয়ে যাবে মুখের মিছিল
শব্দের শরীর ছুঁয়ে কিছু স্মৃতি উঠে এসে সময়ের তীরে
ভালোবাসবার মতো খুঁজেছিল হৃদয়ের সহৃদয় মিল

মুহূর্তেরা কেন বলো শব্দের শরীর ছুঁয়ে দ্বারে এসে ডাকে
ভালোবাসবার মতো পরবর্তী মুহূর্তের কে এক তোমাকে॥

অনন্যার প্রতি

মৈত্রেয়ী তোমাকে আমি আমার এ ঐশ্বর্যের স্তবে
ভুলিয়ে রেখেছি। জানি তুমি যুগোত্তীর্ণা মহিয়সী
সামান্য এ কষ্টকল্প বর্ণহীন রূপক উৎসবে
ম্লান দ্যুতি-অপরূপা ! কতো কাছে সুদূর উর্বশী।

পৃথিবীর প্রেম যদি চিরকাল অনুত্তীর্ণ হয়
বিদগ্ধ জীবন জুড়ে সান্ত্বনার এই জাল বোনা
যদি গল্প মনে করো—মনে করো সময়ের ক্ষয়
তথাপি অপেক্ষা রাখো। চেতনাই অন্তরের সোনা !

পাথরে প্রত্যয় ঘষি। কতটুকু বর্তমান খাদ
থেকে গেল ; দীর্ঘ সংখ্যা সে হিসেব মেলানো কঠিন
তবু এই দর্পণের মুখোমুখি প্রত্যহের স্বাদ
রোমন্থনে শান্তি খোঁজে অনুজ্জ্বল নাগরিক-দিন।

হৃদয় আলোর ঢেউ ; ক্ষত দিয়ে যতো দাগ কাটি
অন্ধকার মুছে যায়, মন হয় অতলান্ত খাঁটি ॥

শীতের ছবি

কার্নিশে অজস্র কাক পায়রার ঝাঁক
ম্যানসনে ভিড় করে আলোর জড়োয়া
ফ্রেস্কোতে আকাশ কাঁপে আঙুলের রঙে।
গ্রানিটে মুর্চ্ছনা মূর্ত মেঘে মেঘে কত কারুকায
পিকাসো প্রেমিক ক্ষণে নিঃসঙ্গ ইথারে
আলোগুলো বেজে বেজে ওঠে
তারে তারে ঘরে ঘরে ফেরা
পায়ে পায়ে ঘর ছাড়া গান
পাখিদের মানুষের সমান প্রলাপে
বিথোভেন কাছেই এখন
সুরে সুতো বেঁধে নামে কালের নির্ঝর
এ মুহূর্তে মনে হয় এ পৃথিবী কথকতা ময়।

কুয়াশার উল দিয়ে ঘর বোনে শীতের তরুণী
নীলাভ নিসর্গ দেহে উষ্ণতারা প্রণয়ী পোশাক।

কয়েকটি লিরিক

১. আর কিছু অবশিষ্ট নেই।
কাচে ঘষা দুচোখে এখন
অপসৃয়মান চিত্রে সমাজ সংসার দেখি সমস্ত ধূসর।
উত্তর পুরুষ-কণ্ঠে কার্থেজীয় স্বর
স্বপ্নের সেতুকে ঘিরে নিরর্থক এ অগ্রগমন—
অনেকেই বলে গেল ঃ বিশ্বাস করি না আদপেই।

২. অক্ষমতা ক্ষমা করো আজ
রাত্রির জাহাজ
বন্দরের সেতুলগ্ন হবে।
আলোজ্জ্বল নটীদের কটির পল্লবে
আকর্ষিত নাবিকেরা। সাগরের ফিরে আসা দিন
ভোরের আলোর মতো সংক্রামক প্রত্যয়ে বিলীন॥

৩. শব্দের অসংখ্য ভিতে যন্ত্রণার জন্মান্তরে দেখি
আমরা একাকী।
এই ক্ষত বিষণ্ণতা রক্তের বরফে গলে মৃত্যুর তিমিরে
উত্তীর্ণ সময়গুলো স্থির তবু আমাদের ঘিরে ঃ
পলাতক প্রেমের অমৃত
ঈশ্বরের নামে হোক নিত্য নিবেদিত।

৪. অতীতেরা অপসৃত। ক্রমান্বয় আত্মশ্লাঘা দিয়ে
সময়কে রেখেছি ভরিয়ে।
প্রবঞ্চিত হৃদয়ের নিম্নমান অভিনয়ে আর কতোকাল
সাজঘরে নিতে হবে শঠতার পাঠ ?
চেয়ে দ্যাখো—যবনিকা কম্পমান, দর্শকের বিক্ষুব্ধ উত্তাল
প্রশ্নের সম্মুখে স্তব্ধ মুখর যন্ত্রণা কক্ষ, উদ্ধত সম্রাট॥

অমল ইচ্ছার স্রোতে

অমল ইচ্ছার স্রোতে যতোবার ভেসে যেতে চাই
দেখেছি আলোর বাঁধ সন্তর্পণে চতুর্দিকে ঘিরে ;
সময়ের প্রতিবিম্বে জীবনের যেদিকে তাকাই
কী এক যন্ত্রণা থাকে চেতনার নিঃসঙ্গ তিমিরে।

পলাতক দিনগুলো বেঁচে থাকে স্মৃতির পাতায়
আমাদের ভালোবাসা দেহ ছেড়ে ঈশ্বরের প্রতি
নিবেদিত হবে জানি। অন্তহীন কালের যাত্রায়
মিথ্যে তাই খুঁজে দেখা নেপথ্যের পরিশিষ্ট ক্ষতি

এ-পথ প্রবহমান। আমাদের প্রবাসী সময়
সপ্রত্যয়ে দেখে যাবে অবিনাশী জীবনের জয়॥

তোমাকে পেয়েছি প্রেমে

তোমার চোখের তারা ভালোবাসা হলে
আকাশের গায় তাকে দিতাম ছড়িয়ে
বেদনার গান যতো আমার হৃদয়ে
কুয়াশার অশ্রু মেখে নিতাম ভরিয়ে ।

তুমি আমি আমাদের সময়ের প্রেম
শতেক শতাব্দী পরে এতটুকু স্মৃতি
না থাকে এখানে যদি ক্ষতি নেই কিছু
সত্য শুধু তুমি আমি এখানে ছিলেম ।

স্বরলিপি শেষ হলে সুরের সেতারে
পৃথিবীর সব গান থেমে গেলে পরে
নতুন কবির ডাকে তোমাকে আবার
পেয়েছি এখানে তাই সান্ত্বনা আমার ।

সবুজ অক্ষরে লিখি দূরের ঠিকানা
বিশ্রামের ইতিহাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
চলেছে আমার মন সূর্যের যৌবনে
মাঠে মাঠে রৌদ্র রঙে ফসল বিছিয়ে ।

তোমাকে পেয়েছি প্রেমে গ্রামের আশ্বিন
আর নয় শহরের অনুর্বর দিন ॥

আমরা এখানে যারা বঞ্চনার মাঠ পার হয়ে
যন্ত্রণার আলপথ ভেঙে
চলে গেছি বহুদূরে—
তারা কী দেখবো বলো—কি দেখে আবার
ফিরবো এ পৃথিবীর প্রতীতি সময়ে।

ধুলোর বিছানা ঝেড়ে রাত্রির বিশ্রাম নিয়ে যারা
আমাদের মতো কিছুদিন:
ফসল তুললো আর বলে গেল শুধু বার বার
আকাশের কানে কানে চুপি চুপি আকাশের কথা
সেসব কি অংকুরের ঋণ ?

অচেনা পথের মতো দীর্ঘরাত পড়ে আছে আজও
বুকের আগুন জ্বলে কালের কার্নিশে
আমাদের উপস্থিতি—উপস্থিত আমাদের কাছে
আদিগন্ত পোড়ামাটি খামারের জমি হয়ে বাঁচে ॥

নেপথ্যের প্রতি

ঝিলিমিল ঐ আকাশে তারার আলো
বাতাসের ছোঁয়া ফুলের গন্ধ নিয়ে
এই পৃথিবীকে বেসেছিল বুঝি ভালো
প্রতিদানে কিছু কবিতা ছড়িয়ে দিয়ে।

পাখির ডানায় সবুজ সাঁতার কেটে
নীল সাগরের পাড়ি দেয়া কিছু ঢেউ
কতো জনপদ পেরোলো বুঝি বা হেঁটে
জানেনি অনেকে, জেনেছিল কেউ কেউ

ঠাকুমার ঝুলি খুঁজেছি অনেক রাতে
ঘোড়া থেমে আছে তেপান্তরের মোড়ে
নিঝুম পুরীর রাজকন্যের সাথে
আড়ি হয়ে গেছে আজ বহুদিন ধরে।

পায়ে পায়ে কতো এগিয়ে গিয়েছে দিন
বহু চেনা মুখ হারিয়ে গিয়েছে ভিড়ে
হায়রে আমার সোনালি স্মৃতির ঋণ
হবে না মেটানো জীবনে কখনো ফিরে॥

শোকের জ্যামিতি

ঋতু বদলের নামে একবুক তৃষ্ণা তৃপ্তিহীন।
পারদে নিবিষ্ট চোখ। তাপমান যন্ত্রে নানাবিধ
বিভিন্নতা প্রতিদিন নানা অঙ্কে ওঠানামা করে।
নির্ধারিত ভালোবাসা রোমাঞ্চিত প্রতি মুহূর্তের
স্মৃতির বনামে এক হৃদয়ের চলচ্চিত্র দেখা।

ভৌতিক দৃশ্যের গল্প, ছবি, ঝাড়লণ্ঠনের আলো
জীর্ণ অট্টালিকা থেকে চাপা শব্দ, অরক্ষণীয়ার
আত্মহননের পর আপাতত এখানেই এক
রাত্রির ছায়ায় হাঁটে অশরীরী জাফ্রির জানালা।

আতস কাচের খেলা। নেপথ্যের সমকোণ ঘিরে
বাসনা নামক এক চলমান সরলরেখায়
শোকের জ্যামিতি দ্রুত পার হয় সময়ের সেতু।

জননী জায়ার কণ্ঠ, প্রেম, শিশু, সম্মিলিত আলো
ঈশ্বরের মুখোমুখি কিছুক্ষণ স্থির বসে থাকা॥

অন্তিম কবিতা

ক্রমাগত রক্ত ঝরে। যন্ত্রণার রক্তাক্ত তূণিরে
শব্দের শিকার বিদ্ধ। হে আমার অন্তিম কবিতা
স্তব্ধ অন্ধকারে বসে সময়ের আলেখ্য শোনাও।

মৃত্যু থেকে বহুদূর ক্রুশে বিদ্ধ যীশুর শরীর
আমাকে দেখিয়ে আনো। পরিশুদ্ধ স্মৃতির ব্যাঞ্জোয়
নক্ষত্রের স্বরলিপি শুনিয়েছে অসীমের গান।

পরিণাম অন্তর্হিত। ইচ্ছামৃত্যু সৃষ্টির দুয়ারে
মৃদু করাঘাত হানে। সমাহিত রাত্রির ইথারে
কী প্রচণ্ড মহিমায় জীবনের পরিহাস জ্বলে।

শোকের নেপথ্য স্তবে ভবিষ্যের উৎকীর্ণ ঈশ্বর
আলোর শিকারে বিদ্ধ। হে আমার অন্তিম কবিতা
স্তব্ধ অন্ধকারে বসে সময়ের আলেখ্য শোনাও।

প্রবীন প্রলাপ

ধর্মের উত্তরকালে কী দুঃসহ দুঃস্থ অন্ধকার
হে সঞ্জয়, জাগিও না আর।
ধর্মবুদ্ধি, পাপবুদ্ধি পরস্পর সগোত্র সংগ্রামে
আমিও যে পিতা, তাত, প্রতি পক্ষে স্নেহের নির্ভর
কে বোঝাবে বৃদ্ধ আর্তি ? অবজ্ঞাত তরুণ প্রকামে
অনিবার্য এ মহাসমর !

দ্বিতীয় শক্তিকে আমি চেয়েছি কি চূর্ণ করে দিতে ?
অন্তর্যামী গর্গ-ধ্যান তোমার সংবিতে
অখণ্ড চাতুর্য-ইচ্ছা। ভারতের প্রপিতা প্রবীন
সত্যে ছিল জ্যোতির্ময় ; তাই বরাভয়
জেনেও স্বরূপ, সুপ্ত স্নেহ অন্তরীন
দিয়েছিল স্বগত প্রশ্রয়।

ত্রিকাল সমান নয়। দোষে গুণে শাশ্বত নিলয়
গান্ধারীর মাতৃচোখে স্বল্পাবৃত দুরন্ত তনয়
অধার্মিক, সত্য মানি—তবু এক কালান্তর ক্ষোভ
জমা থাকে সর্বজ্ঞ পুরুষ
এই রক্ত, হানাহানি, আত্মপ্রাণ হননের লোভ
সংবরিতে তুমি ছিলে নিতান্ত বেহুঁশ।

কি পেলাম ধর্মযুদ্ধে ? কী দুঃসহ দুঃস্থ অন্ধকার !
হে সঞ্জয়, কুরুক্ষেত্র স্মৃতি মনে জাগিও না, জাগিও না আর ।।

বিষাদ

উদ্যানের বসন্ত সুবাসে
কল্পনাবিলাসী তুই অস্থির যুবক
স্মৃতির সেতারে তোলে রোমাঞ্চের ঢেউ।
একজন সুনিপুণ ওষ্ঠের বিন্যাসে
চটুল গল্পের মতো জীবনের মিলিত দর্পণে
ছবি ছ্যাখে : ভালোবেসে কেউ
বিয়োগান্ত। অন্যথায় প্রণয়ী পঞ্চক
ফিরে যায় অবজ্ঞায় নিহত অঙ্গনে।

প্রেমের উদ্ধৃতি লব্ধ মননের বিকল্প নগরী।
অন্যজন অন্ধকারে অসম্ভব খোঁজে
বাতাসে বেলেল্লা গন্ধ নির্বিচার খিস্তি মদ চাট
বিধৃত মৃত্যুর কাছে হৃদয়ের অতন্দ্র প্রহরী
অন্তহীন নৈরাশ্যের শেষ অবসাদে
দেখেছে ট্রয়ের মতো তামাম তল্লাট
হিংসার আগুনে খাক। সতী চোখ বোজে
কাকচক্ষু স্থির নারী লবণাক্ত অশ্রুর বিস্বাদে॥

মুক্ত-মেঘ হৃদয়ের রৌদ্রদাহ স্মৃতি
কবে নিয়ে এসেছিলে জানি না, তথাপি
তোমার চোখের জলে স্বগত উদ্ধৃতি
সংকলিত। বেদনায় ক্লান্ত দিন যাপি।

সময়ের শিল্পকৃতি আকাশে বিধৃত
বৈশাখের তুলিটানা চোখের কাজলে
আকৃষ্ট যদিও আমি ; দিন সমাহিত
অন্ধকারে নক্ষত্রের নীল মৃত্যু জ্বলে।

চিরায়ত প্রণয়ের ধ্বংস নেই। ঠিক—
সমর্থ যৌবন খোঁজে তোমার নিবিড়,
উদ্গত মুহূর্ত চিহ্নে স্থিতির প্রতীক
জন্ম হতে জন্মান্তরে নেপথ্য শিবির।

উৎকীর্ণ কান্নার স্বরে ব্যাহত স্নায়ুর
আর্তি তোমার দুচোখে দৃশ্যত করুণ,
তবু এই অশ্রু এক অনন্য মৃত্যুর
যুগোত্তীর্ণ প্রতিচ্ছবি আংগিকে নিপুণ॥

সময় কিছু স্মৃতির নাম

শব্দের কার্নিশ ছুঁয়ে উচ্চকিত যন্ত্রণার নদী
স্রোতে ভাসমান ঈর্ষা পরস্পর গতির সঙ্গমে
উদ্ধত বেদনাবহ তীরবর্তী হৃদয় অবধি
সময়ের পলিমাটি ঘিরে এক-নির্জনতা জমে।

ঝিনুক তুলতে এসে সূর্যডুবি দেখা গেল আজ
সমুদ্রে বন্ধুর ছায়া নীচে লোনা আকাশের ছাদ
অদৃশ্য রক্তের জলে দৃশ্যমান মৃত্যুর জাহাজ
বাষ্পের উপমা দিয়ে ছড়িয়েছে দূরের বিষাদ।

চেতনার মুক্তপ্রান্তে আলোকিত জগতের সীমা
জন্মান্তরে শ্রদ্ধাশীল উপস্থিত আত্মার প্রবাসে
বশীভূত প্রেম, সুখ, সাংসারিক স্মৃতির মহিমা ;
আবর্তিত কালচক্রে বারংবার যায় আর আসে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রেশম কীটের মতো সময়ের সুতোগুলো ঘিরে
আশ্চর্য স্মৃতির শিল্প ক্রমাগত দূরের শিবিরে
উজ্জ্বল নিঅনে আঁকা সারিবিদ্ধ হাজার বিপণি,
কে তুমি প্রলুব্ধ আজ লঘুছন্দে পথের দুপাশে
বেলোয়ারি শব্দ গেঁথে সশরীরে হৃদয়ের ধ্বনি
রেখে গেছ কৃপা করে পরিব্যাপ্ত, স্থির ক্যানভাসে।

নিজস্ব শেকলে বাঁধা আত্মহননকারীর দল
যতোই চেঁচিয়ে বলে ঃ আলো চাই আলো চাই আলো—
অথচ নেপথ্য এক অন্ধকারে মায়াবী কৌশল
ভানুমতী মন্ত্রবলে জীবনের যে পটে ছোঁয়ালো ঃ
সমস্ত ভেল্কির মতো রঙ্গমঞ্চে বাঁধানো সংলাপ
শেষ দৃশ্য কম্পমান, একাকার প্রেম, পুণ্য, পাপ ॥

সময়ের প্রতি

নেপথ্যের দৃশ্য ফেলে কবে ছেড়ে গিয়েছি শৈশব
হে আমার অস্থির যৌবন
কতোদিন কতোদূরে সময়ের আস্থাহীন স্তব
শেষ করে রেখে যাবো অন্তহীন দূরের ক্রন্দন।

জানি প্রেম নিবেদিত ঈশ্বরের অসংখ্য ইচ্ছার
কাছে।   ভালোবেসে কিছুকাল
দেখে গেছি তোমাদের সম্মিলিত সুখের সংসার
বয়সের নদী বেয়ে রুখে গেছি উজানের হাল।

জীবনের স্বরলিপি ভেসে যাবে অন্ধকার স্রোতে
সব গান শেষ হলে মৃত্যু বাজে সুরের আলোতে॥

এসো মৃত আঙিনায় হে আমার ঈপ্সিত শ্রাবণী
ঝড় এসেছিল কাল, ভেঙে গেছে মুগ্ধ বাতায়ন
ছুচোখে অনেক শোক···চতুর্দিকে রুদ্ধ হাহাকার
রক্তের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে আকাশ।

সমস্ত কান্নাকে নিঙড়ে শোনা যাবে নক্ষত্রের ধ্বনি
অযুত আলোক-বর্ষে দূরান্তের আহত সেতারে
বেজে ওঠে মূর্ছনায় বিলম্বিত সুরের স্পন্দন।
এসো মৃত আঙিনায় হে আমার ঈপ্সিত শ্রাবণী।

উজ্জ্বল প্রতীক্ষা ছুঁয়ে তীব্র হবে কার্নিশের গান
নম্র শব্দ চেয়েছিল মুক্তি পেতে অশ্রুর ছুয়ার
হায়রে বাসনা প্রেম একই বৃত্তে গতি পরস্পর
অস্পষ্ট জীবন স্রোতে পরিচিত অসীমের স্বর
অন্বেষণে বহির্মুখী অন্ধকার কাচের হৃদয়।
বিস্মিত আলোর ঝড়ে ভেঙে গেছে মনের দর্পণ ॥

বিষণ্ণতার প্রতি

আমাকে ডুবতে দাও সেই দিগন্তরেখার পারে।
জানি সব ডুবে যাবে।   হিমাঙ্কের বহু, বহু নিচে
নেমে যাবে পৃথিবীর তাপ।
আবার জীবাশ্ম হবো আমরা সবাই
শেষ হবে শিলালিপি-কাল।

হে মনীষা, সপ্তর্ষির প্রসন্ন উত্তাপ
আমরা পোহাবো বলে···প্রলম্বিত সূর্যের মিনারে
কতো অভিশাপে জ্বলে আকাশের দুরন্ত মশাল!

অবেলায় যাত্রা নেই।   ধু ধু আলো প্রেতিনী দুপুর
মারাত্মক প্রতিচ্ছবি ; তার চেয়ে প্রিয় অন্ধকারে
নীল আকাঙ্ক্ষায় ভেজা জ্যোৎস্নার শিশিরে
আমরা হারিয়ে যাবো বিচ্ছিন্ন একাকী।

আমাকে ডুবতে দাও সেই দিগন্তরেখার পারে
আমি ডুবে যাবো শেষ আলোক বরষে
মৃত এক নক্ষত্রের উজ্জ্বল আঁধারে॥

ছায়া

মৃত লগ্নে শেষ ঋতু।   ঝড় ওঠে কাল বোশেখীর
নিসর্গের ধুলোগন্ধে রক্তশূন্য ফ্যাকাশে আকাশ
কিসের ক্রন্দন শোনে ?   যন্ত্রণায় দুচোখ অস্থির
মৃত্তিকার জন্মক্ষণে দ্রাণে কাঁদে সীতার আশ্বাস।

পৃথিবীর চিত্রকল্পে ব্যথাহত সময়ের দান
তেপান্তরে ধ্যানমগ্ন অশথের নির্জন ছায়ায়
ক্লান্তপথে রেখে যায় উপেক্ষিত বাউলের গান
নিরন্তর গৈরিক স্বপ্ন।   পঞ্চশর ক্লান্ত বেদনায়।

সন্ন্যাসীর রিক্ত স্তব—উর্বশীর মর্ত অভিসার
কবে শেষ হয়ে গেছে।   তবু ভাসে ছন্দের মূর্ছনা,
ফুলের গন্ধের মতো অন্তহীন জীবন আশার
যুগগত শিলালিপি প্রত্যয়ের ভাষায় উন্মনা।

সীতা নেই।   সময়ের সাধনায় তবু তার মন
একটি ধানের শীষে লিখে রাখে লক্ষ রামায়ন॥

প্রেম

প্রেম, তুমি চিরকাল জেগে থাকো স্মৃতির শিয়রে
কিছুই হারানো নয়। যতটুকু পরিচিত পথ
দুধারে অসংখ্য চিহ্নে পৃথিবীর তীর্থ যাত্রা শুরু
যতোদিন বেঁচে আছি, এ পাওয়ার শেষ নেই প্রিয়

মৃত্যু স্থির। তবু তার অন্তহীন বৈরাগ্যের শোক
আমাদের শান্তি দেয়। জীবনকে যেহেতু জানার
অমল ইচ্ছার গর্ভে ক্ষণেকের পেয়েছি সুযোগ
ধন্য এই ধরণীর অবিনাশী ধুলোর আলোক।

ভালোবাসা ক্রমশই হয়ে যায় বিবর্ণ ব্যাহত
প্রচলিত এ সংজ্ঞায় অবিশ্বাসী হতে চাই আমি
জানি সূর্য যাত্রা করে, অন্ধকারে নিঃশব্দেরা কতো
যন্ত্রণা দিয়েছে বহু আমাদের বঞ্চিত হৃদয়ে।

রক্তাক্ত বুকের কোণে ব্যথাগুলো ক্রমশ তির্যক
তবু কার পদাবলী শোনা গেল দুরান্ত নূপুরে॥

পরিশ্রান্ত রাগিনীতে রজনীর শেষ আর্তনাদ
শোনা গেল ঃ নেপথ্যের সচকিত অন্ধকার ঘুরে
স্তব্ধ এক মাইফেল, অট্টহাসি, অর্পিত বিষাদ
মাকড়সা জাল বোনে পলাতক মুদ্রায়, নূপুরে।

মৃত্যুকে উন্মুক্ত করা প্রতিবার নিষ্ঠুর প্রদীপে
চালচিত্রে আলোগুলো পরস্পর সযত্নে নির্মিত ;—
যন্ত্রণার উপলব্ধি ঘিরে এক নির্বাসিত দ্বীপে
অসংখ্য নির্জন দৃশ্য জীবনের অতি পরিচিত

মুহূর্তকে টেনে আনে। নিরুত্তাপ মৃত্যুর শুনানী
মঞ্চোপরি উচ্চারিত। দর্শকেরা করুণ শিকার ;
সমুদ্র-কণ্ঠের মতো কে শোনাবে জীবনের বাণী
গর্জিত ঢেউ-এর বুকে আকাঙ্ক্ষিত, দৃপ্ত প্রতিবার।

বিপন্ন দিনের আয়ু। অতলান্ত স্মৃতির প্রদাহ
তবু রক্তে গতিশীল, পরিব্যাপ্ত আগুনের গান
কোটি সূর্যে আত্মমগ্ন। উচ্ছ্বসিত সময়ের দাহ ;
দিনগত স্নায়ুযুদ্ধে নির্বিকার এ আবহমান॥

একটি রাজনৈতিক তর্ক (অমীমাংসিত)

অসম বয়সী ওরা পরস্পর বিরুদ্ধ শিবিরে
আস্থাশীল। এই নিয়ে অন্তহীন বিতর্কের ঝড় ঃ
কার মতবাদ স্পষ্ট। ধন্যবাদ মৃত্যুর তিমিরে।
এদিকে এখন শোনো আলোকিত জীবনের স্বর।

মিথ্যে কথা। আপনার যুক্তিগুলো জানি রমনীয়
তথাপি বাস্তবানুগ সংগ্রামের মুখোমুখি নেমে
নির্মম সত্যের কাছে পরাজিত আমাদের স্বীয়
প্রত্যয়ের অভিজ্ঞান। নিরাশ্রয় সুনির্জন প্রেমে।

একটি ভিন্ন মেজাজের কবিতা

হারিয়ে গিয়েছিলাম কাল
কালকে আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম।

জোনাক জ্বলার কথা যখন আকাশ জুড়ে সাড়া
ঢেউ-এর বুকে চুপি চুপি
অন্ধকারের স্নিগ্ধ যাওয়া আসা
হাওয়ায় কতো গন্ধ পেলাম
বাতায়নের নিপুণ কথামালা
হারিয়ে গিয়েছিলাম কাল
কালকে আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম।

খেয়া পারের স্তব্ধ অভিসার
মনের নৌকো বাঁধলো এসে ঘাটে
সবুজ সড়ক রূপকথার অই ধু ধু তেপান্তর
একেলা গতি রাজকন্যের ভিড়ে
কালকে আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম
হারিয়ে গিয়েছিলাম কাল॥

উৎসে যাবো বলে

বিকীর্ণ যন্ত্রণা ঘিরে অন্ধকারে নির্ধারিত স্তব
শেষ হবে। তারপর অন্তহীন আলোর জগতে
পরিচিত প্রেম স্মৃতি অমৃতের অম্লান উৎসব।

হায়, কোনোদিন ব্যর্থ অতীতের পলাতক পথে
আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল ঠিক। সময়ের
এই আনাগোনা জানি আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তীব্র। ঢের

বেশি রূঢ় প্রতীক্ষায় ভবিষ্যের নিমগ্ন আবেগে
গতিমান। অনিবার্য ধ্বংস, সৃষ্টি উদ্বর্তনে তার
প্রতি মুহূর্তের বার্তা আজো নাটকীয়তায় জেগে

আছে। পরিব্যাপ্ত এই বিনাশের অপূর্ব সম্ভার
মুগ্ধ কাল-পর্যটক অনন্তের অমল যাত্রায়
শুনেছে নদীর গান সমুদ্রের অববাহিকায়॥

বুঝবে না, নিরলম্ব শতাব্দীর এ জন্মের অব্যক্ত ইংগিত
কি দারুণ গ্রীষ্ম বর্ষা নিদারুণ হেমন্তের শেষে এক শীত,
উত্তর মেরুর পাশে অনেক জমাট আত্মা ঘুম শেষ করে
আত্মীয়ের স্বপ্ন ছাখে। তবু তার কোনো ভাষা কোনোখানে নেই
কলকাতা মস্কো গ্রীস মিশর প্যারিস চীন কিংবা ধরো সেই
মানচিত্রে আঁকা নেই এমন স্মৃতির দেশ যে কোনো শহরে
অথবা সে লুপ্ত গ্রামে আমাদের অনাত্মীয় সেই সব মন
কঙ্কাল আকীর্ণ হয়ে বরফের ইতিহাসে ঘুমায় এখন।

কোনোদিন স্তূপীকৃত সেই সব রজতের স্নেহভরা গতি
হিমালয় পার হয়ে প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের শীতের আরতি
জ্বেলে দেবে উষ্ণ-মন মরুভূমি মৃত্তিকায় প্রেমের মিনার
সেদিন আকাশে কোনো মেঘরঙে বর্ণদ্বেষ বিরক্তি বিস্ময়
থাকবে না সূর্যশাপে সবুজ শিশিরে শুধু ক্ষণেক প্রণয়।
সে মহান মহীয়ান দিন রাত দূরে নয় তোমার আমার
অনেক জীবন গেছে, জন্ম গেছে তারও বেশি তবুও মৃত্যুকে
নতুন জন্মের কাছে ক্ষমার ক্ষমতা দিয়ে দিতে হবে ঢেকে।
তিমির, আলোক আর সমাজের সমাহিত সুখ দুঃখ যতো
অনেক সাধিত দিনে আকাশে রয়েছে আঁকা শরতের মতো॥

একটি মৃত বেরালের জন্য

অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে সে পার হয়ে গেল সময়ের
সিঁড়ি। স্নেহ মমতার প্রাচীর ডিঙিয়ে ওপাশের
আলো কিংবা অন্ধকারে জানি না এখন সে কি করবে।
বিস্মিত যন্ত্রণা সব হৃদয়ের বিক্ষত দর্পণে। আর ঝরবে
আমাদের সঞ্চিত ভালোবাসা। আমরাও স্মৃতি জমা রেখে
চলেছি। চলেছি সেই একই সময়ের সিঁড়ির দিকে॥

দেরাজে অনেক স্মৃতি সন্তর্পণে ভীরু চোখে আঁকি
হারানো দিনের ছবি, বিবর্ণ চিঠির স্তূপে অনিকেত-মন
একটি নামের মোহে স্বগত আশ্রয় খুঁজে অজানা একাকী
গলে গেল দুঃখ হয়ে সাজঘরে মোমের মতন।

কটাক্ষে নটিনী নাচে। শ্রাবণের মেঘলা-ময়ূর
অরণ্যের রূপকথা শুনেছিল কোনোদিন বেতসের বনে,
পড়ন্ত রোদের কোলে সরীসৃপ আজ সেই বন্দিনী দুপুর
নিঃসীম শূণ্যের মতো আদিগন্তে মিশেছে গোপনে।

মননের চিত্রকল্পে সময়ের লুব্ধ ব্যবহার।
পরিচিত অবক্ষয়ে ক্রমাগত উত্তীর্ণ সন্ধ্যায়
দেয়ালে লণ্ঠন, ছবি, বিমর্ষ রজনীগন্ধার
স্তবকে সৌরভহীন রাত্রি জ্বলে মূক যন্ত্রণায়।

দীর্ঘশ্বাসে গতিশীল সংশ্লিষ্ট চিন্তার ভিড়ে ক্লান্ত চোখ বুজি,
অতন্দ্র নেপথ্যচারী অভীপ্সার যোগসূত্রে বহুবিধ ক্ষত
দুরূহ নির্বন্ধ দৃশ্যে চারিদিকে বারংবার মিথ্যে খোঁজাখুঁজি
জীর্ণ পাতা খুলে দেখি সে নাটক বহুদিন হয়েছে নিহত ॥

পদাবলী

ঘাটে এসেছিলে একা
পিচ্ছিল শ্যাওলা, ভাঙা পাঁজরের মতো
হাঁ করা ইটের ভাঁজে কতো স্খলিত চরণ।
আহা, তার মাঝে কোনোদিন শুনেছি কী নূপুর সিঞ্জন
স্নিগ্ধ পদাবলী।

জানি ফিরে যাবে
সুললিত ওষ্ঠে কাঁপে পরকীয়া স্মৃতি,
কাঁচুলিতে বাঁধানো যৌবন।

জানলায় যেটুকু আকাশ আছে
সে আলোর করতালে চিরকাল শুনি
তোমার অই দেহের কীর্তন।

যেহেতু নায়ক উহ্য। দৃশ্যপটে সুন্দরীর আত্ম নিবেদন
সাজানো স্ক্রীনের পাশে লুব্ধ-চোখ প্রযোজক নির্বিঘ্ন বিকারে
ত্যাখে। নিছক ভণ্ডামী। ভাগ্যবাদী সময়ের বক্তব্য এখন
দাঁড়িয়েছে মুখোমুখি। সন্নিকটে বিজ্ঞাপিত বুকের দুধারে

প্রপাত বিধ্বস্ত আলো। নীল ঢেউ। বর্ণালির শব্দ সমারোহ
প্রতীক্ষিত মঞ্চ হতে এইবার অসংলগ্ন প্রশ্নগুলো করো ;
ভ্রুভংগি, শিথিল ওষ্ঠে শ্লথ এক মায়াবাদী বিচিত্র সম্মোহ
এদৃশ্যে আমার কাছে অনায়াস আকাঙ্ক্ষায় যদি তুলে ধরো

তবে, উত্তপ্ত দর্শক। জাগ্রত স্বপ্নের পটে চিরকাল মুখর সময়
তারা কাটিয়েছে। কিন্তু অদৃষ্টের কণ্ঠস্বরে বুঝি নি কখনো
জীবনের জনাস্তিকে অন্তর্লীন জীবিকার এই অভিনয়
একদা বাস্তব হবে। পরিশিষ্ট সংলাপেরা তবুও এখনো

অস্পষ্ট, অনুচ্চারিত। ঘূর্ণমান স্মৃতিচিত্রে নেপথ্যের কাজ
প্রেক্ষাগৃহ শূন্যকাল বন্দরের ভগ্নতট অবেলার ঘাট
বিলুপ্ত বাণিজ্যপথ। তবু দেহে অকরুণ প্রত্যহের সাজ,
পটে আঁকা রণতরী। জনাকীর্ণ সভাগৃহ। ব্যাপ্ত রাজ্যপাট।

একটি বিচ্ছিন্ন সনেট

প্রেম স্মৃতি সুখ শোক সারি সারি হৃদয়ের ছায়া
হে সংসার প্রতিদিন পলাতক সময়ের পথে
পারো কী ব্যথার বুকে পায়ে চলা ধুলোয় বাজাতে
শৈশবের পদাবলী যৌবনের দুরন্ত সেতারে ?

দুঃখের বিচিত্র লীলা চিরকাল শব্দের মিছিলে
পরিব্যাপ্ত হাহাকারে অনলস হাতে মুখ ঢেকে
করুণ কান্নার মতো দৃশ্যহীন স্থির অন্ধকারে
ডুব দিতে দেখা গেল সগোত্রীয় সূর্যের শিবিরে।

স্বপ্নের সমাপ্তি

বহুদূরে কোনো এক বিশ্রুত সন্ধ্যায়
শেষ রাগিণীর গান গেয়ে গেছে নির্জন দুপুর
অবসন্ন হৃদয়ের ধূসর ছায়ায়
জীবনের অপরাহ্ণ ছড়িয়েছে জলছায়া সুর।

এখন বিষণ্ণ রাত্রি।   চারিদিকে তার
মেঘের আঁচল ঢাকা বন্ধ-ডানা-পাখির-আকাশ
কুয়াশার কান্না ভেজা নিরন্ধ্র আঁধার
সমস্ত দিনের গন্ধে রেখে গেছে রুক্ষ পরিহাস।

নির্জন শূন্যতা জাগে এপথের ধারে
অজস্র তারার চোখে পৃথিবীর অবসর নিয়ে
অনেক নির্মম স্বপ্ন ঘুমের জোয়ারে
দেশে দেশে চিরকাল ব্যর্থতাকে দিয়েছে ছড়িয়ে

এ ঘুম ভাঙবে জানি প্রত্যূষের ডাকে
স্বপ্ন সব ব্যর্থ হবে শুধু তার লক্ষ্যহীন হাত—
প্রসন্ন প্রেমের মতো সূর্যের অবাকে
ডাক দেবে জীবনের জ্যোতির্ময় উজ্জ্বল প্রভাত।

সমাপ্তির প্রতি

চমকে ওঠার কোনো কারণ ছিল না
জানা কথা এ ঘটনা ঘটবে। তবুও
বার বার মনে হয় এই আনমনা
দৃশ্যপট সব মিথ্যে সব কিছু ভুয়ো।

থমকে দাঁড়ানো ছায়া ও দেহ নিথর
অথচ এ অনুভূতি কী করে হারাই
লক্ষ কোটি শব্দ আর উচ্ছ্বসিত স্বর
হঠাৎ কখন পুড়ে হয়ে গেল ছাই।